আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: পঞ্চগড়

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ০১ জানুয়ারি, ২০২০ **বুলেটিন নং ১০৭**	**০১ জানুয়ারি হতে ০৫ জানুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন**

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (২৮ ডিসেম্বর হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	২৮ ডিসেম্বর	২৯ ডিসেম্বর	৩০ ডিসেম্বর	৩১ ডিসেম্বর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৪.১	২৪.১	২৫.৬	২৬.৭	২৪.১-২৬.৭
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৭.৮	৪.৫	৫.০	৫.২	৪.৫-৭.৮
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬২.০-১০০.০	৪১.০-৯৮.০	২৯.০-৯৫.০	২২.০-৮৮.০	২২-১০০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৯	১.৯	০.০	৩.৭	০.০-৩.৭
মেঘের পরিমান (অক্টা)	০	০	০	২	০-২
বাতাসের দিক	উত্তর /উত্তর-পশ্চিম	উত্তর /উত্তর-পশ্চিম	উত্তর /উত্তর-পশ্চিম	উত্তর /উত্তর-পশ্চিম	উত্তর /উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পুর্বাভাস
০১ জানুয়ারি হতে ০৫ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-১.৮ (৩.৪)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২০.২-২৪.৩
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১২.৪-১৪.৯
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৩০.০-৭৮.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৯-৪.৩
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘলা আকাশ
বাতাসের দিক	উত্তর /উত্তর-পশ্চিম

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

সাধারণ পরামর্শ:

- বর্তমানে মৃদু শৈত্য প্রবাহ চলছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। জেলার বিভিন্ন জায়গায় মাঝ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা বিরাজ করতে পারে। আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে দুইদিন হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে এবং আর্দ্রতা বেড়ে যেতে পারে। আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে রবি ফসলে বিভিন্ন রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ অবস্থায় দন্ডায়মান ফসলে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। যদি রোগের লক্ষণ দেখা যায় বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- শীত ও কুয়াশার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে রবি ফসলের জমিতে সকালে হালকা সেচ দেওয়া ভাল।
- গবাদি পশু, হাঁস মুরগী ও মৎস্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ যত্ন নিতে হবে। চালার ভেতরে রাখা, শুকনো বিছানার ব্যবস্থা করা, তাপমাত্রা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সবজি:

- সেচ প্রদান করুন।
- কচি গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- বহুবর্ষজীবী সবজির ক্ষেত্রে অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।

বোরো ধান:

- সেচ দিয়ে বীজতলা তৈরি অব্যাহত রাখুন।
- প্রতিদিন সকালে জমাকৃত শিশির ঝরিয়ে দিতে হবে।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতক জমিতে ২৮০ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।
- বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য বীজতলা দিনের বেলা পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন এবং বিকেলে তা সরিয়ে ফেলুন। এছাড়াও রাতের বেলা সেচ দিয়ে খুব ভোরে পানি সরিয়ে ফেলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়।
- বীজতলায় ২-৩ সে.মি. পানির স্তর বজায় রাখুন।

গম:

- ১৭-২১ দিন পর হালকা সেচ প্রদান করুন। জমিতে যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জমিতে পানি জমে থাকলে পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং চারার ক্ষতি হয়।
- ১৭-২১ দিন পর প্রতি শতাংশে ৩০০-৪০০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।
- বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে ব্লাস্ট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে প্রতি শতকে ৬ গ্রাম হারে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি প্রয়োগ করুন।

- গমের মরিচা রোগ নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা নিন। শীত ও কুয়াশার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষায় নিয়মিত সেচ প্রদান করুন।

সরিষা:

- মাটির আর্দ্রতা কম থাকলে বীজ বপনের ১০-১৫ দিন পর হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা, পাতলাকরণ ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- যথাযথ পরিমানে গাছের সংখ্যা বজায় রাখার জন্য পাতলাকরণের ব্যবস্থা নিন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় সরিষায় অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল ৫ ডব্লিউপি মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩ থেকে ৪ বার স্প্রে করুন।
- জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

ভুট্টা:

- বপনের ১৫-২০ দিন পর প্রথম সেচ এবং ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে।
- বীজ বপনের ৩০ দিন পর অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে।
- বীজ বপনের পর এক মাস পর্যন্ত আগাছা নিধন করতে হবে।

আলু:

- হালকা সেচ প্রদান করুন। আলুর জমিতে তিনবার সেচ প্রদান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কন্দ লাগানোর ২৫ দিন পর প্রথম, ৬০ দিন পর দ্বিতীয় এবং ৮০ দিন পর তৃতীয় সেচ প্রদান করতে হবে।
- মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে নাবী ধ্বসা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- কচুরিপানা, খড় প্রভৃতি দিয়ে জমিতে মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- লাল পিপড়া ও কাটুই পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বিঘায় ৫ কেজি হারে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।

চীনা বাদাম:

- বপনের ১৪-২০ দিন পর আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- বপনের ১৮-২০ দিন পর সেচ প্রদান করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।

আখ:

- আর্লি শুট বোরার থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- স্টেম বোরার আক্রমণ করলে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩০ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০% মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিন।
- পরিপক্ক আখ ঢলে পড়া থেকে বাঁচাতে খুঁটির ব্যবস্থা করুন অথবা কয়েকটি আখ গাছ একসাথে বেঁধে দিন।

চা:

- ব্লিস্টার ব্লাইট রোগ দেখা দিলে হেক্সাকোনাজল অথবা প্রপিকোনাজল (প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে) ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন।
- অর্গানিক চা উৎপাদনকারীগণ এ রোগের জন্য ১০০ লিটার পানিতে ২ কেজি হারে ট্রাইকোডার্মা মিশিয়ে প্রয়োগ করতে পারেন।

গবাদি পশু:

- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। কাজেই গবাদি পশুকে চালার নীচে রাখুন। গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক দিন।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার দিন।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষা করুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন।
- বেলা ২-৩ টার মধ্যে খাবার দিন।